বিশ্বাসী সন্তানদের শুভ সংবাদ

প্রথম থিষলনীকীয় ৩ অধ্যায় ৬-৯ পদ

থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের সঙ্গে পৌলের মিলিত হবার প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা যখন শয়তানের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, তখন আর ধৈর্য্য ধরতে না পেরে, পৌল আথীনীতে থাকাকালীন তাদের কাছে তীমথিয়কে পাঠিয়েছিল। এইভাবে, নিজে না যেতে পেরে, তীমথিয়কে পাঠানোর পেছনে পৌলের উদ্দেশ্য ছিল, তীমথিয় যেন তাদের সুস্থির করে ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আশ্বাস দেয়। কারণ, পৌল এই আশঙ্কা করেছিল যে, তারা হয়ত বিভিন্ন ক্লেশের মধ্যে চঞ্চল হয়ে পড়তে পারে, যেহেতু পরীক্ষক বিভিন্ন তাড়নার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে সর্বদা দূর্বল করতে চায়। এখন, পৌলের কথা মতো তীমথিয় তাদের কাছে যায়, এবং তাদের কাছ থেকে ফিরে এসে তীমথিয় যে প্রতিবেদন দেয়, তা শুনে পৌলের মনে কী ধরণের আনন্দ হয়েছিল, তা আজ আমরা দেখতে চলেছি।

৬ পদে পৌল লিখেছে, ***"কিন্তু এখন তীমথিয় তোমাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে এসে তোমাদের বিশ্বাস ও প্রেমের শুভ সংবাদ আমাদের দিয়েছে, এবং বলেছে, তোমরা সর্বদা স্নেহভাবে আমাদের স্মরণ করছ, যেমন আমরাও তোমাদের দেখতে চাই, তেমনই আমাদের দেখতে ইচ্ছা করছ।"*** ৬ পদ শুরু হয়েছে ***"কিন্তু"*** শব্দ দিয়ে, যার অর্থ এর আগে যে কথা বলা হয়েছে, তার বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। হ্যাঁ, থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা বিভিন্ন তাড়নার মুখোমুখি হয়ে তাদের বিশ্বাসে দূর্বল হয়ে পড়তে পারে বলে, পৌল যে আশঙ্কা করেছিল, তা দূরীকৃত হয়েছে। কারণ তীমথিয় তাদের কাছ থেকে ফিরে এসে, বিশ্বাসে দূর্বল হবার বিপরীতে, তাদের বিশ্বাসে ও প্রেমে দৃঢ়ীকৃত হবার কথা পৌলকে বলেছে। এই সময় তার চারপাশের বিভিন্ন ঘটনার কারণে পৌল খুবই বিষাদগ্রস্ত ছিল। কিন্তু তীমথিয় যখন থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের বিষয় শুভ সংবাদ নিয়ে ফেরে এসেছিল, তখন তা পৌলকে এতোখানি উদ্দীপ্ত করেছিল যে, তৎক্ষনাৎ পৌল এই চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছিল। সেখানকার বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে তীমথিয় যে প্রতিবেদন দিয়েছে, তা পৌলকে এতোখানি আনন্দ দিয়েছিল যে, সেই খবরকে পৌল ***"শুভ সংবাদ"*** বলে অভিহিত করেছে, এবং যে গ্রিক শব্দ *(εὐαγγελισαμένου)* ব্যবহার করেছে, তা পৌল তার লেখার অন্যত্র সর্বদা কেবল যীশু খ্রীস্টেতে ঈশ্বরের সুসমাচারের জন্য ব্যবহার করেছে।

থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে তীমথিয় যে প্রতিবেদন দিয়েছে, তার মাধ্যমে আনন্দিত হবার পেছনে পৌল তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছে। ***প্রথমত,*** থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের **বিশ্বাস সম্বন্ধে শুভ সংবাদ**। এর আগে ২ ও ৫ পদে আমরা দেখেছি যে, তাদের বিশ্বাসের পরিণতি সম্বন্ধে পৌল কতোখানি চিন্তিত ছিল। পৌল অশঙ্কা করেছিল যে, বিভিন্ন তাড়নার মুখে পড়ে তাদের বিশ্বাস দূর্বল হতে পারে (৫ পদ); তাই, বিশ্বাস সম্বন্ধে তাদেরকে আশ্বাস দিতে পৌল তীমথিয়কে তাদের কাছে পাঠিয়েছিল। এখন, তীমথিয় তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে যে খবর এনেছে, তা শুনে পৌল হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে। হ্যাঁ, তীমথিয় পৌলের কাছে সেই শুভ সংবাদ এনেছে যে, বিভিন্ন তাড়নার মধ্যে তাদের বিশ্বাস দূর্বল হবার পরিবর্তে তারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে আরও দৃঢ়ীকৃত হয়েছে। এর অর্থ, তাদের হৃদয় উত্তম ভূমির ন্যায় কাজ করেছে, যা সুসমাচারের বীজকে সাদরে গ্রহণ করেছে ও প্রচুর ফলে ফলবান হয়েছে (মথি ১৩:২৩)।

দ্বিতীয়ত, তাদের **প্রেমে অবস্থানের শুভ সংবাদ**। বিশ্বাসী যেমন তার বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি তার সঠিক মনোভাব প্রকাশ করে থাকে; ঠিক তেমনই বিশ্বাসী তার প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা মানুষের প্রতি তার সঠিক মনোভাব প্রদর্শন করে থাকে। এই মনোভাব বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের অনুসরণে অন্যের সেবায় তাগস্বীকার করতে উৎসাহিত করে। ১:৩ পদে ইতিমধ্যে পৌল থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের **প্রেমের পরিশ্রমের** বিষয় বলেছে। গালাতীয় ৫:৬ পদে, পৌল আবার বলেছে, ***"খ্রীস্ট যীশুতে ত্বকচ্ছেদের কোনও শক্তি নেই, অত্বকচ্ছেদেরও নেই, কিন্তু <u>প্রেম দ্বারা কার্যসাধক বিশ্বাসই</u> শক্তিযুক্ত।"*** অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস মানুষের প্রতি প্রেমপূর্ণ আচার-ব্যবহারে প্রকাশিত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হয়ে থাকে। তাই, ঈশ্বর যখন আমাদের **বিশ্বাসের পাত্র** *(object of faith)*, তখন মানুষ আমাদের **প্রেমের পাত্র** *(object of love)*। জন ক্যালভিন্ এই পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, বিশ্বাস ও প্রেমকে প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্তির সারাংশ বলে বর্ণনা করেছেন। যীশুর আজ্ঞাকে (মথি ২২:৩৭-৪০) স্মরণ করে থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম ও প্রতিবেশিকে প্রেমের আদর্শ জীবন যাপন করেছে।

এখন, প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন সমস্যা ও ক্লেশের মধ্যেও থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা কীভাবে তাদের জীবনে খাঁটি বিশ্বাসের পরিচয় দিতে পেরেছিল? আমরা যখন ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলি, তখন সেই কথার সঠিক অর্থ উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আমরা যখন ঈশ্বরে আমাদের বিশ্বাসের কথা বলি, তখন তার অর্থ*: তিনি সৎ ও উত্তম, তিনি কখনও কোনও ভুল করেন না; আমাদের প্রতি যা-ই ঘটুক-না-কেন তাঁর বাক্য বা প্রতিজ্ঞা কখনও পরিবর্তিত হয় না; আমাদের সমস্ত দুর্দশা বা সমস্যার সময় তিনি কখনও আমাদের ত্যাগ করেন না, তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন; এবং তিনিই একমাত্র সেই ক্ষমতার অধিকারী, যিনি সেই সমস্যা বা ক্লেশ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন*। এই অর্থে, আমরা যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে থাকি, তাহলে সমস্যা বা ক্লেশ আমাদের বিশ্বাসকে কখনও দূর্বল করতে পারে না, বরং সবল করে।

তৃতীয়ত, পৌলের প্রতি তাদের মনোভাবের শুভ সংবাদ। এর আগে আমরা দেখেছি, থিষলনীকীতে পৌলের বিপক্ষরা তার বিরুদ্ধে কীভাবে অপপ্রচার চালিয়েছিল। পৌল তাই জানতে চেয়েছিল, তাদের সেই অপপ্রচারে থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা কতোখানি কান দিয়েছে? তারা কি তাদের সেই অপপ্রচারে বিশ্বাস করেছে যে, তাদের সম্বন্ধে পৌলের কোনও চিন্তা নেই, তাই পৌল একবারের জন্যও তাদের দেখতে ফিরে আসেনি? কিন্তু তীমথিয়ের প্রতিবেদনের মাধ্যমে পৌল জানতে পেরেছে যে, না, তারা তাদের সেই সমস্ত অপপ্রচারে কান দেয়নি; পরিবর্তে, তারা সর্বদা ***স্নেহভাবে পৌল ও তার সঙ্গীদের স্মরণ করে চলেছে***। এর অর্থ, পৌল ও তার সঙ্গীরা যখন থিষলনীকীতে সুসমাচার প্রচার করেছিল, তখন তারা তাদের মধ্যে কী প্রকার জীবন যাপন করেছিল, তা তারা স্মরণ করে চলেছে। অর্থাৎ, পৌলের বিপক্ষদের অপপ্রচার কোনওভাবে পৌলের বিষয় থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের মনে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করতে পারেনি। কেবল তা-ই নয়, তারা পৌল ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবার জন্য দিন গুনছে। পৌল নিজে যেমন তাদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে আগ্রহী, ঠিক তেমনই, তারাও পৌলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রবল আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

এইভাবে পৌল যখন তীমথিয়ের মাধ্যমে থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের বিশ্বাস, প্রেম ও পৌলের প্রতি মনোভাবের ইতিবাচক সুসংবাদ লাভ করেছিল, তখন তার দ্বারা পৌল আশ্বস্ত হয়েছিল। তাই, ৭ পদে পৌল লিখেছে, ***"এজন্য, হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের বিষয় আমরা সমস্ত সঙ্কট ও ক্লেশের মধ্যে তোমাদের বিশ্বাস দ্বারা আশ্বাস পেলাম।"*** এই কথা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, পৌল যখন তীমথিয়ের মাধ্যমে থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে এই শুভ সংবাদ পেয়েছিল, তখন পৌল নিজে প্রচুর সমস্যা ও প্রবল বাধার মধ্য দিয়ে চলেছিল। ২করিন্থিয় ৪:৮-৯ পদে পৌল বলেছে, ***"আমরা সর্বপ্রকারে ক্লিষ্ট হচ্ছি, কিন্তু সঙ্কটাপন্ন হই না; হতবুদ্ধি হচ্ছি, কিন্তু নিরাশ হই না; তাড়িত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; অধঃক্ষিপ্ত হচ্ছি, কিন্তু বিনষ্ট হই না।"*** হ্যাঁ, চারদিক থেকে পৌল একের পর এক তাড়না, চাপ, এবং পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছিল। এছাড়াও, আমরা ২করিন্থিয় ৭:৫; ১১:২৩-২৮, ৩২-৩৩; ২তীমথিয় ৩:১১; প্রেরিত ১৬:১৬-৩৪; ১৭:১-১০; ১৯:১৩-৪১; ২১:২৭-৩৬; ২৭:১৪-২৬ পদে পৌলের প্রতি বিভিন্ন তাড়নার বর্ণনা দেখতে পাই। ধরা যেতে পারে, এই চিঠি লেখার আগে পৌল যে সমস্ত সঙ্কট বা ক্লেশের মধ্যে ছিল, সেগুলি হল, থিষলনীকীতে পরিচর্যা কাজের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ; তীমথিয়ের নিরাপত্তার বিষয় চিন্তা; গালাতীয়া থেকে মন্দ সংবাদ; করিন্থিয়তে সুসমাচার প্রচারের পাশাপাশি তাম্বুনির্মাণের পরিশ্রমে ক্লান্তি, ইত্যাদি। কিন্তু নিজে এমন সঙ্কট ও ক্লেশের মধ্যে থাকলেও, তীমথিয়ের মাধ্যমে থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে শুভ সংবাদ শুনে পৌল আশ্বাস বা সান্ত্বনা *(comfort)* লাভ করেছিল। বিশ্বাসী সন্তানদের খাঁটি উদ্ধারকারী বিশ্বাসের (যা বিভিন্ন তাড়নার দ্বারা পরীক্ষিত) কথা শুনে, পৌল নিজে সান্ত্বনা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পেয়েছিল।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরাও যখন কোনও তাড়না বা ক্লেশের মুখোমুখি হই, তখন যেন স্মরণে রাখি যে, আমরা কীভাবে সেই তাড়নার মুকাবিলা করছি, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অন্যান্য বিশ্বাসীরা আমাদের লক্ষ্য করে চলেছে। আমরা যখন তাড়নার মধ্যে বিশ্বাসে স্থির থেকে উত্তম যোদ্ধার পরিচয় দিই, তখন তারাও তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্লেশের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করে থাকে। পৌল যদিও থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের পরিচর্যা করতে চেয়েছিল; কিন্তু সে নিজে তাদের দ্বারা তার বিভিন্ন ক্লেশের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করেছিল; যার দ্বারা পৌল তার নিজের জীবনে বিভিন্ন তাড়নার মুকাবিলা করতে উৎসাহ পেয়েছিল। আমরা আমাদের জীবনে কীভাবে তাড়নার মুকাবিলা করে চলেছি? আমরা কি তাড়নার মধ্যেও বিশ্বাসে স্থির থেকে অন্যদের সান্ত্বনা দিচ্ছি, তাদেরকে বিশ্বাসে সবল করছি? না-কি, তাড়নার মুখে জগতকে অনুসরণ করে অন্য বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে দূর্বল করছি? থিষলনীকীর বিশ্বাসীরা কিন্তু তাদের তাড়না মুকাবিলার দ্বারা পৌলকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করেছিল।

তাই, থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে পৌল তার আবেগকে ধরে রাখতে না পেরে এমন কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, ***"কারণ যদি তোমরা প্রভুতে স্থির থাক, তবে এখন আমরা বাঁচি"*** (৮ পদ)। এখানে ***"প্রভুতে স্থির থাকার"*** অর্থ ঈশ্বর-বিশ্বাসে স্থির থাকা, বা দাঁড়িয়ে থাকা (রোমীয় ১১:২০; ২করিন্থিয় ১:২৪)। অর্থাৎ, যা পৌলকে সত্যই আনন্দ দিয়েছিল; যা পৌলকে শক্তি যুগিয়েছিল; যা পৌলকে জীবন (বাঁচি) দিয়েছিল; তা হল, সেই শুভ সংবাদ: *থিষলনীকীয়রা প্রকৃত অর্থে যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস করেছে*। তাদের জীবন এই বিশ্বাসের দ্বারাই চিহ্নিত হয়েছিল। ফিলিপীয় ১:২১ পদে পৌল বলেছে, ***"আমার পক্ষে জীবন খ্রীস্ট।"*** এর অর্থ, পৌলের জীবনে খ্রীস্টসেবাই ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ; প্রথম ও প্রধান বিষয়। পরজাতিদের কাছে খ্রীস্টকে ও তাঁর দ্বারা সাধিত প্রায়ঃশ্চিত্ত কাজের কথা সক্রীয়তার সঙ্গে প্রচার করাই ছিল পৌলের খ্রীস্টসেবা। তাই, পৌল বলতে পেরেছিল যে, **খ্রীস্টই ছিল তার জীবন**। আবার এখানে, পৌল বলেছে যে, তার **বিশ্বাসী সন্তানদের বিশ্বাসে স্থির থাকার কথা জানাটাই হল তার জীবন**। ১করিন্থিয় ৯:২২ পদে পৌল বলেছে, ***"সমস্ত উপায়ে কতকগুলি লোকের পরিত্রাণ যেন আমার দ্বারা হয়, এই অভিপ্রায়ে সর্বপ্রকার লোকের মধ্যে সর্বপ্রকার লোক হলাম।"*** অর্থাৎ, পৌলের কাছে খ্রীস্টসেবা হল খ্রীস্টের জন্য লোকদেরকে সুসমাচারের দ্বারা জয় করা। আর তীমথিয়ের মাধ্যমে পৌল যখন থিষলনীকীয়দের মধ্যে সেই সেবাকাজের ইতিবাচক ফলের কথা শুনেছে, তখন তা তার কাছে তার জীবনের (বেঁচে থাকার) অর্থকে সুস্পষ্ঠ করেছে।

ফলস্বরূপ, ৯ পদে পৌল ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে বলেছে, ***"বাস্তবিক তোমাদের কারণ আমরা আপন ঈশ্বরের সাক্ষাতে যে সকল আনন্দে আনন্দ করি, তার পরিশোধার্থে তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে কী প্রকার ধন্যবাদ দিতে পারি?"*** পৌলের হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। আর সেই কৃতজ্ঞতার পরিমাণ এতো বেশি যে, সমপরিমাণে ঈশ্বরকে পরিশোধ করতে নিজের অক্ষমতার কথা জেনে, পৌল দুঃখিত। থিষলনীকীয়দের বিশ্বাসের ইতিবাচক কথা শুনে পৌল ও তার সঙ্গীরা যে পরিমাণে আনন্দ পেয়েছে, তার প্রতিদানে বা পরিশোধে তারা ঈশ্বরের কাছে যা-ই উপস্থিত করুক-না-কেন, তুলনামূলক বিচারে তা কিছুই নয়।

একথা সত্য যে, পৌল ও তার সঙ্গীরা কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে থিষলনীকীতে সুসমাচার প্রচার করেছিল, এমনকী দাঙ্গারও সম্মুখীন হয়েছিল; পরে তাদের কথা চিন্তা করে তীমথিয়কে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। অনেক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের বিশ্বাসও দৃঢ়ীকৃত হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে, সেই মণ্ডলীর প্রতীষ্ঠাকারী হিসাবে পৌল বা তার সঙ্গীরা সহজেই আত্মসন্তুষ্টি উপলব্ধি করতে পারত। এখানে আমাদের নজর দেবার বিষয়টি হল, পৌল কিন্তু তা করেনি; আত্মসন্তুষ্টির পরিবর্তে, এ সমস্তের জন্য সে একমাত্র ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকেই স্মরণ করেছে ও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। কারণ, পৌল ভালো করেই জানে যে, শ্লাঘা করার মতো এমন কোনও সৎকাজ আমাদের নেই, সবই আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মহানুগ্রহের ফল।

তাই, পৌল ***ঈশ্বরের সাক্ষাতে আনন্দ করার কথা***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বলেছে। এ কথার অর্থ, মাংসে আত্ম-সন্তুষ্টি নয়; কিন্তু আধ্যাত্মিক আনন্দ। এই আনন্দের উৎস কোনও মানুষ বা জগতের কোনও বিষয় নয়; কিন্তু তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসে থাকে। কারণ পৌল সর্বদা সম্পূর্ণ ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জীবন যাপন করেছে।

আজ যখন আমাদের বিভিন্ন কন্যা মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের খবর আমাদের কাছে আসে, তখন তা শুনে আমরা কি সান্ত্বনা পেয়ে থাকি? খাটিয়াকানা মণ্ডলীর যুবক প্রচারকের অকাল মৃত্যু সত্ত্বেও সেই মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যে দিন-প্রতিদিন সংখ্যায় ও গুণমানে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তা শুনে কি আমরা উদ্দীপ্ত হয়ে থাকি? আকারে-প্রকারে এক না হলেও, আমরাও তাদের ন্যায় বিভিন্ন ক্লেশ বা সঙ্কটের মধ্যে থাকতে পারি। কিন্তু আমরা যখন ক্লেশের মধ্যেও তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকার কথা শুনি, তখন কি আমরাও ঈশ্বরের বাক্য ও আত্মার দ্বারা আমাদের জীবনের সেই সমস্ত সঙ্কটের মুকাবিলা করতে তাদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে থাকি? অন্যদিকে, সেই মণ্ডলী আমাদের কন্যা মণ্ডলী হওয়ায়, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মিথ্যা আত্ম-সন্তুষ্টির যে প্রলোভন লুকিয়ে আছে, আমরা কি তার উপর জয়লাভ করেছি? সেই মণ্ডলী আমাদের কন্যা মণ্ডলী, ঠিক কথা; আমরা সেই মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সাহায্য করে থাকি, তা-ও ঠিক কথা; কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সেই মণ্ডলীতে যা কিছু ঘটেছে বা সাধিত হয়ে চলেছে, তার সমস্ত কৃতিত্ব কেবল একজনই পাবার যোগ্য, আর তিনি হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি ছাড়া আমরা কেউ সেই কৃতিত্বে ভাগ বসাতে পারি না। তা জেনে ও স্বীকার করে, আমরা কি সত্যই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ? তাঁর প্রতি আমাদের সেই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ আমরা কীভাবে করতে পারি? আসুন, খাটিয়াকানা মণ্ডলীর জন্য আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি; তাঁর কাছে প্রার্থনা করি যেন (১) সেই মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা বিশ্বাসে আরও বৃদ্ধি পায়; (২) তাদের মণ্ডলীগৃহ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমির সন্ধান পাওয়া যায়; (৩) মণ্ডলী-গৃহ নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহত হয়; (৪) সেখানকার জন্য ফুলটাইম পরিচর্যাকারীর সন্ধান মেলে; (৫) বৎসরিক সম্মেলনের ন্যায় অনুষ্ঠানের দ্বারা আমরা একে অন্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য ভোগ করতে পারি।

বাংলা ভাষায়
সর্বপ্রথম
স্টাফ নোটেশনসহ
খ্রীষ্টীয় গানবই

অনুগ্রহ গানবই
(Grace Hymnal)

৮৬২ পৃষ্ঠার এই বইয়ে আছে
১৪৫টি ইংরাজি সুরের গান
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)
২৬৮টি বাংলা সুরের গান ও
১০৬টি সুসমাচার সঙ্গীত
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)

মূল্য:-
প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা
১০ বা তার বেশি কপির জন্য
মাত্র ৭৫ টাকা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com